ইসলামী আন্দোলনে

শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ইসলামী আন্দোলনে
শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও
ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ইসলামী আন্দোলনে
শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি
লেখক-অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার,ঢাকা ১২১৭
ফোনঃ ৯৩৫৫৫০৪৪

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০২ ইংরেজী

চতুর্থ প্রকাশ
নভেম্বর- ২০১৬
কার্তিক- ১৪৩৭
সফর- ১৪৩৮

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা মাত্র

বর্ণ বিন্যাস
মোঃ আব্দুল হালিম চৌধুরী

কম্পোজ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ০৩৭৭২০১৬২৯২

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

ভূমিকা

আলহামুল্লিলাহ! ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্ধিত কলেবরে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আবার প্রকাশ করা হল এবং ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি অধ্যায়টিও সংযোজন করা হল, যাতে শ্রমিক আন্দোলন অনুধাবন করার সাথে সাথে ইউনিয়ন গঠন করার কাজটি ও করা সম্ভব হয়। ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য শ্রমজীবি মানুষকে সংগঠিত করা কত গুরুত্ব রাখে তা আমি কুরআন হাদীস ও রাসূলের বাস্তব জীবন থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। যাতে আপামর জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে আন্দোলনের কর্মীরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং শ্রমজীবি মানুষকে আন্দোলনের কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

দেশের অধিকাংশ মানুষই শ্রমজীবী এবং তারা সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। সেহেতু যেখানে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে সেখানেই শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠা আবশ্যক। আমার এ লেখার দ্বারা যদি শ্রমিক ভাইদের মর্যাদা ও এদের সংগঠিত করণের গুরুত্ব আমাদের বুঝে আসে তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের এক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল হবার জন্য কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের সব নেক আমল কবুল করুণ আমীন ।

বিনীত

লেখক

সূচীপত্র

* ইসলামী আন্দোলন কি ৫
* শ্রমিক কারা ৬
* শ্রমিক আন্দোলন কি ৬
* আল কুরআনে ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি কারা ১০
* আল-কুরআনে শ্রমিক হিসেবে নবীর দৃষ্টান্ত ১০
* অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের ইসলামী আন্দোলন ১০
* হযরত মুসা (আঃ) এর আন্দোলন অসহায় মানুষের মুক্তির আন্দোলন ১১
* হাদীসের আলোকে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ১২
* শ্রমজীবি মানুষ হিসাবে নবীগণ ১২
* অসহায় মানব সেবাই আল্লাহকে সাহায্য ১৩
* অপবিত্র জাতি ১৪
* সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের মাপকাঠি ১৫
* শেষ নবীর শেষ বাণী ১৫
* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে গোলামদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ১৬
* আসহাবে সুফফা ২০
* একজন শ্রমিক ২১
* আজকের বিশ্বে বিপ্লব ২২
* বিপ্লব ও আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব কেন ২৩
* বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন ২৪
* গনতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলন ২৫
* শ্রমিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন ২৭
* শ্রমিকদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব ২৭
* কিভাবে শ্রমিক সংগঠন গড়তে হবে ২৯
* রেজিষ্টেশনের জন্য আবেদন পত্র ২৯
* আবেদনের জন্য কি কি প্রয়োজন ৩০
* গঠনতন্ত্র তৈয়ার করার জন্য কি কি প্রয়োজন ৩০
* 'ডি' ফরম ৩২

ইসলামী আন্দোলন কি

ইসলামী আন্দোলন অর্থ ইসলাম বিরোধী সকল মতাদর্শ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিধি-বিধান বাতিল করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর নাজিলকৃত আইন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা। সকল নবীরাই এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে দুনিয়ার প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ-

"আমি আল্লাহ! প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করেছি (তাঁদের দাওয়াত ছিল) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান মেনে চল এবং তাগুতি শক্তি (ইসলাম বিরোধী শক্তি) পরিহার কর।" (নাহল-৩৬)

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

"তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন উহাকে সর্বপ্রকার দ্বীনের ওপর (মানব রচিত মতবাদ, আইন ও ব্যবস্থার উপর) বিজয়ী করে দেয়। মুশরেকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন।" (তাওবা-৩২-ফাতাহ-২৮-সাফ-৯)

যারা নবীর প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

فَمَن يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقٰى لاَانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"যারা তাগুত; ইসলাম বিরোধী শক্তিকে (যে শক্তি নিজের মত ও রচিত আইন অন্য মানুষকে মানতে বাধ্য করে, তাকেই তাগুতী শক্তি বলে) অস্বীকার করে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। (আল্লাহর নাজিলকৃত বিধি-বিধান মেনে নেবে।) তারা ইসলামের সুদৃঢ় রশি ধারণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবেনা। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।" (বাকারা-২৫৬)

শ্রমিক কারা

মজুরীর বিনিময়ে যেসব মানুষ অন্য মানুষের অধীনে কাজ করে এবং তা দ্বারা জীবন যাপন করে তাদেরকে শ্রমিক বলে।

শ্রমিক আন্দোলন কি

শ্রমিকেরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বেতন ভাতা ও চাকরী রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে যে আন্দোলন করে তাকে শ্রমিক আন্দোলন বলে। শ্রমিকেরা আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক সময় তাদের কাজ বন্ধ করে দেয় ফলে দেশ অচল হয়ে যায়।

আল-কুরআনে ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি কারা

মানব জাতির মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার করার লক্ষ্যে নবীদের সাথী হিসেবে যোগ্যতা সম্পন্ন সাহসী জনশক্তি, যারা বাতিলের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম সে জনশক্তি কোথায় পাওয়া যাবে তা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে ইংগিত করেছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ .

"আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, ভয় দেখিয়ে, ভুখা রেখে,জান ও ফসলাদির ক্ষতি করে। এর পরে যারা ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে তাদের জন্যে শুভ সংবাদ রয়েছে।" (বাকারা-১৫৫)

আল্লাহর পথে চলার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক ভাবে যেসব পরীক্ষ-নিরীক্ষা রয়েছে তা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষ। কারণ এসব পরীক্ষা তাদের জীবনে লেগেই আছে। তাই শ্রমজীবি মানুষ ইসলামী আন্দোলনের পথের কঠোরতা সহজেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে পারে এবং ইসলামের দুশসনদের সাথে মোকাবেলা করতে পারে।

মহান আল্লাহ শক্তিমান ও অসহায় মানুষের পার্থক্য ঘোষণা করে কুরআনে এরশাদ করেছেন

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ.

"ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল ফাছাদ সৃষ্টিকারী।" (ফেরাউন রাজ্য শাসনের নামে মানুষের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছিল।) যাদেরকে পৃথিবীতে দূর্বল করে রাখা হয়েছে আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধীকারী করার ও তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার।" (ক্বাসাস ঃ ৪-৬)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ ফেরাউনের শক্তি, অসহায় মানুষের উপর তার যুলুম ও শোষণের কথা বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ফেরাউনের রাজ্যের নিস্পেষিত, নির্যাতিত, অসহায় লোকদের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে, সমাজে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে অসহায় লোকদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউনকে ও তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন।

সর্ব যুগেই অধীনস্ত গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষকে রাজা-বাদশা ও সমাজের সম্পদশালী লোকেরা দূর্বল, গরীব ও হীন করে রাখার চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ ঐসব অসহায় মানুষকে সাহায্য করে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে চান। তাই অসহায় মানুষ যেভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, অধিকার লাভের জন্যে ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকার করবে, যারা সমাজে কায়েমী স্বার্থ ভোগ করছে তাদের পক্ষে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের শক্তির জন্যে অসহায় মেহনতী লোকদের দিকে ইংগিত করেছেন।

অন্যদিকে আল্লাহর শক্তিই বিজয়ের জন্য যথেষ্ট, তাই তিনি চান একদল মোখলেস কর্মী। দুর্বল লোকদের দ্বারা যদি দ্বীন কায়েম হয় তাহলে সবাই আল্লাহ শক্তির প্রশংসা করবে। আর বাদশাহদের দ্বারা দ্বীন কায়েম হলে তাদের শক্তির প্রশংসা করবে। মহান আল্লাহ নিজের শক্তির প্রশংসা চান তাঁর সৃষ্টির কোন শক্তির তিনি মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টির সকল শক্তির উৎস মহান আল্লাহ নিজেই।

মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্য যেসব বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কুরআনে কারীমায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِه وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা ক্ষতি হওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা

তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত আর ফাছেক সম্প্রদায়কে আল্লাহ হেদায়েত করেন না।" (তওবাঃ ২৪)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং বস্তুর কথা উল্লেখ করে এসব কিছুর চেয়ে যারা আল্লাহ,আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদকে ভালবাসে তারাই আল্লাহর পথের সৈনিক হতে পারে। যারা উল্লেখিত ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাদেরকে পরকালের চূড়ান্ত ফায়সালার ভয় দেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে ফাছেক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাদের পৃথিবীর জীবনে সম্পদের প্রাচুর্য আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, সুন্দর-সুন্দর বাড়ী ঘর আছে এবং পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে তাদের পক্ষে এসব কিছুর মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলা, জেহাদের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করা খুবই কঠিন। তাই নবীদের আহবানে এসব লোক খুব কমই সাড়া দিয়েছে। কিন্তু গরীব, অসহায়, গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষ যাদের সম্পদের প্রাচুর্য নেই, বসবাসের জন্যে সুন্দর-সুন্দর ঘর নেই এবং অর্থের অভাবে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনা তারাই দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর পথে চলতে পারে এবং তাদের জীবনকে জেহাদের পথে উৎসর্গ করা খুবই সহজ। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী হিসেবে দরিদ্র, অসহায় ও শ্রমজীবি মানুষকে সহজেই লাভ করা সম্ভব। নবী করীম (সাঃ) এর প্রথম যুগে অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যে কাফেরদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে ৪০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ৩৫জনই হচ্ছেন ক্রীত দাস-দাসী, গরীব শ্রমজীবি মানুষ।

আল কুরআনে শ্রমিক হিসেবে নবীর দৃষ্টান্ত

قَالَتْ احْدَا هُمَا يَابَت اسْتَئْجِرْهُ انَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ
الْقَوِىُّ الاَمِيْنُ قَالَ انِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ احْدَى ابْنَتَىِّ هتَيْنِ
عَلى اَنْ يَأْجُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَانْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فمِنْ عِنْدكَ
وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ انْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ
– (القصص: ٢٦-٢٧)

"বালিকাদ্বয়ের একজন তাঁর পিতাকে বললেন আব্বা তাঁকে (মুসাকে) চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার চাকর হিসাবে সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মুসাকে বললেন, আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করে দিবে, যদি দশ বছর পূর্ণ কর তা তোমার বিষয়।" (ক্বাসার ঃ২৭,২৮)

অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের ইসলামী আন্দোলন

শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ও গরীব অসহায়, শোষিত বঞ্চিত মানুষকে জালেম অত্যাচারী ও শোষকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ ঈমানদার লোকদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ঘোষণা করে বলেন ঃ

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجنَا مِنْ هذه الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ
نَصِيْرًا.

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না, অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসিরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্বাচন করে দাও।" (নিসা-৭৫)
মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাতে তারা জেহাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে অত্যাচারিত নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত লোকদেরকে মুক্ত করে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করে।

হযরত মুসা (আঃ) এর আন্দোলন অসহায় মানুষের মুক্তির আন্দোলন

হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াতের সাথে সাথে বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করার দাবী জানালেন। আল-কুরআনের ঘোষাণাঃ

فَأْتِيَاهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاَيَةٍ مِنْ رَّبِّكَ-

"যাও তার (ফেরাউনের) নিকট, আর বল যে, আমরা তোমার প্রভুর নিকট থেকে রসূল, বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদের সাথে যাবার জন্য মুক্ত করে দাও। তাদরে উপর অত্যাচার করো না। আমরা তোমার নিকট রবের নির্দেশ নিয়ে এসেছি।" (ত্ব-য়াহা ৪৮)
ফেরাউন ছিল মিসরের শাসক। সে ক্ষমতার বলে বনী ইসরাঈলদেরকে গোলাম হিসেবে কাজ করাত এবং তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাত। মহান আল্লাহ মুসাকে (আঃ) নবী করে পাঠালেন ফেরাউনের পরাধীনতা ও জুলুম থেকে বনি ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করার জন্য।

হাদীসের আলোকে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ঈমান গ্রহণকারী সমাজের অসহায়, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও অধিকারহারা শ্রমজীবি মানুষেরাই নবীদের (আঃ) সহযোগী হয়েছে এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে জান-মাল কুরবান করে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এমনকি অধিকাংশ নবী ও রাসূলগণ ছিলেন নিঃস্ব অসহায় যারা কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জনের মধ্যেমে জীবন যাপন করতেন। এ ব্যাপারে যেমিন কোরআন পাকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তেমনি হাদীসেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শ্রমজীবি মানুষ হিসাবে নবীগণঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ (ص) قَالَ مَابَعْثَ اللهُ نَبِیًّا الاَّ رَعَی الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَی عَلی قَرِیْطٍ لاَهْلِ مَكَّةَ- (بخاری)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন - আপনি ও কি? তিনি উত্তরে বললেন-হ্যাঁ, আমিও
এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল - ভেড়া চরাতাম।" (বুখারী)
নবী করিম (সাঃ) আরও বলেছেন হযরত দাউদ (আঃ) কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম (আঃ) কৃষক ছিলেন, হযরত নূহ (আঃ) সূতার ছিলেন, হযরত ইদ্রিত (আঃ) ছিলেন দর্জি এবং মুসা (আঃ) ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায়- অধিকাংশ নবীদেরকে আল্লাহ বাব্বুল আ'লামীন ছোট-খাট কাজ ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন।

অসহায় মানব সেবাই আল্লাহকে সাহায্য ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَة يَا اِبْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ. اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَاابْنَ اٰدَمَ اسْتَقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُسْقِه اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْسَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلِكَ عِنْدِىْ يَاابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانٌ مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম, আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে হে আমার প্রতি পালক, কিভাবে তোমাকে আমি খাওয়াব? তুমিত সারা জাহানের লালন পালন কর্তা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জান না আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার দেওনি। তুমি কি জানতে না? তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তাহলে সে খাবার আজ আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম

তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কিভাবে পানি পান করাবো? তুমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না? আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল। তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সেদিন তাকে পানি দিতে, তাহলে আজ আমার নিকট পানি পেতে। হে আদর্শ সন্ত-ান। আমি রুগ্ন ছিলাম। তুমি আমাকে সেবা করনি। তখন সে বলবে হে আমার প্রভু। আমি কি করে তোমার সেবা করবো? তুমিইতো বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন তুমি কি জানতে না? আমার অমুক বান্দা রুগ্ন ছিল কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তার সেবা করলে তার কাছে আজ আমাকে দেখতে পেতে। (মুসলিম)

প্রত্যেক মুসলমানের সম্ভাব্য সামর্থ অনুসারে অভাবী মানুষের সাহায্যও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করা অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করে কেউ জান্নাতের আশা করতে পারে না।

অপবিত্র জাতি ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُقَدِّسُ اُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُمْ-

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির লোকদের চারপাশে দুর্বল, দরিদ্র লোকদেরকে তাদের অধিকার দেয়া হয় না।

উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও নবীদের জীবন আলোচনা করে জানা যায় যে, অসহায় শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায় করার জন্য সংগ্রাম করা নবীদের কাজ। তাঁদের পরে এ দায়িত্ব ঈমানদার লোকদের। অথচ তারা এ ব্যাপারে গাফেল।

শেষ নবীর শেষ বাণী ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

(ادب المفرد)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) শেষ কথা বলেছিলেন ঃ নামাজ, যারা তোমাদের অধীন গোলাম তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।" (আদাবুল মুফরাদ)

আল্লাহর রসূল (সাঃ) মৃত্যুর মুহুর্তেও অসহায় মেহনতী মানুষ ও গোলামদের অধিকারের কথা ভুলেন নি। অবশেষে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য উম্মতকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন । যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই এ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন।

সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের মাপকাঠি

عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ رضـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ بِسُؤْمٌ.

হযরত রাফে বিন মাকীদ (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার সৌভাগ্য আর তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার দূর্ভাগ্য। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ-

হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন দাসদাসীদের সাথে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তিরমিযী)

ইসলামী আন্দোলনে সৌভাগ্য লাভ (সফলতা অর্জন) করতে হলে গরীব শ্রমজীবি মানুষকে ব্যাপকভাবে তাদের সাথী বানাতে হবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

গরীব ও মেহনতী মানুষের সাথে ভাল আচরণ করলে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে পাওয়া যায়, তাতে আন্দোলন শক্তিশালী হয় এবং সহজেই জন্নাত লাভ করা যায়।

নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের জন্যে যারা নবীদের সাথী হয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ছিলেন গরীব, অসহায়, গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষ। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর সাহায্যকারী ছিল বনি ইসরাইল। যারা মিশরে ফেরাউনের রাজত্বের অধীনে গোলাম হিসেবে সমাজের নিম্নস্তরের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরতে ঈসা (আঃ) এর সাথী ও সাহায্যকারী ছিলেন ধোপা ও জেলে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথী ছিলেন অধিকাংশ গরীব ও গোলাম শ্রেণীর লোক। অবশ্য নবীদের দাওয়াত ছিল সমাজের সকল স্তরের লোকদের প্রতি বিশেষ করে রাজা বাদশা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি। কিন্তু তারা অধিকাংশই নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করে চরমভাবে বিরোধীতা করেছে, তাঁদেরকে অপমানিত করেছে, নির্যাতন চালিয়েছে, হত্যা করেছে এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে গোলামদের গুরুত্বও মর্যাদা

নবী করীম (সঃ) এর দরবারে গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা ছিলো সবচেয়ে বেশি, কারণ তারা আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সকল নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং তাদের সকল কাজের বিনিময় মহান আল্লাহর কাছে চাইতেন ও দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) একজন রাখাল ছিলেন। মক্কার শহরতলীর জানজান ময়দানে তাকে উট চরাতে হতো। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, জানজান ময়দানে আমি উট চরাতাম। (তাবকাতে ইবনে মাআদ)
মদীনার রাষ্ট্রপতি ওমর (রাঃ) দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করতেন, তার জামায় ১৪টি তালি ছিল। একবার বাতুলমালের উট হারিয়ে যায়। মদীনার রাষ্ট্রপতি নিজেই উট তালাশ করছেন। একজম দেখে বললেন আপনি নিজে উট তালাশ না করে একজন গোলাম পাঠিয়ে দিন। হযরত ওমর উত্তরে বললেন, আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে? (আল-ফারুক)

হযরত আলী (রাঃ)

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী একজন শ্রমিক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার ক্ষুধার তাড়নায় কাজের অনুসন্ধানে মদীনার শহর তলীতে বের হয়ে দেখি, একটি মেয়ে মাটি জমা করছে, যা ভিজানোর পানি প্রয়োজন। আমি একটি খেজুরের বিনিময় এক বালতি পানি তুলতে রাজী হলাম। অবশেষে ১৬ বালতি পানি তুলে খেজুর লাভ করি। নবী করিম (সাঃ) কে পুরো ঘটনা বললাম আর তিনি আমার সাথে খেজুর খেলেন। (আহমদ)
হযরত আলী (রাঃ) গরীব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট রাসূল (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ দেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ)

আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রমজীবি মানুষ, তিনি মদীনার গভর্ণরও ছিলেন। সে সময় একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন। এতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, অসহায় দরিদ্র অবস্থায় হিজরত করেছি এবং আমি একজন বেতন ভুক্ত মজুর ছিলাম। মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি

তিনি আমাকে কর্তৃত্বের আসনে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। (তবাকাতে ইবনে সাআদ)

হযরত বারাকা (রাঃ)

বারাকা (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) এর পিতা আব্দুল্লার দাসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে লালন পালন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, اُمِّىْ بَعْدَ اُمِّىْ اَنَّهَا অর্থাৎ 'আমার মা'র পর তিনিই আমার মা' আজীবন তাকে 'মা' ডেকেছেন। হযরত বারাকা ছিলেন হযরত যায়েদ (রাঃ) এর স্ত্রী এবং আয়মন (রাঃ) যিনি হুনাইনরে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন ও হযরত উসামার (রাঃ) 'মা' ছিলেন। যাকে রাসূল (সাঃ) মৃত্যুর পূর্বে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। রসূল (সাঃ) তাকে জান্নাতী বলতেন।

হযরত বেলাল (রাঃ)

তিনি ছিলেন হাবসী গোলাম। নবী করিম (সাঃ) তাকে মদীনার মসজিদের প্রথম মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করেন এবং নবী করিম (সঃ) এর অর্থ মন্ত্রী ছিলেন।

হযরত সুমাইয়া (রাঃ)

ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত আম্মার (রাঃ) এর 'মা'। তাঁর স্বামী ও ছেলে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) গোলাম। তাঁকে আল্লাহর রাসূল পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ আপন ফুফাত বোন জয়নবকে বিবাহ দেন। মুতার যুদ্ধে যায়েদ (রাঃ) কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কেহ কেহ বলেন যায়েদ (রাঃ) যদি

বেঁচে থাকতেন তাহলে নবী করীম (সাঃ) তাকে খলীফা নিযুক্ত করতেন । কুরআনে পাকে সাহাবাদের মধ্যে শুধু যায়েদের নাম উল্লেখ আছে।

হযরত ছালেম (রাঃ)

হুজুর (সঃ) এর হিজরতের পূর্বে মদীনায় যে সব মুসলমান হিজরত করেছিলেন তাদের নামাজে ইমামতীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আবু হুজাইফার গোলাম ছালেম (রাঃ) কে। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পিছনে নামাজ পড়তেন।

হযরত উসামা (রাঃ)

হযরত উসামা (রাঃ) হচ্ছেন হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত বারাকার (রাঃ) ছেলে। তার পিতামাতা উভয়েই গোলাম ছিলেন। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেছেন اَلْحِبُّ، اَلْحَبِيْبُ وَاَبْنُ حَبِيْب অর্থাৎ প্রিয়র ছেলে প্রিয়। হযরত উসামা (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রাঃ) সমবয়সী ছিলেন। ছোট সময় উভয়ই একসাথে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট আসতেন। তিনি উভয়কেই একসাথে কোলে নিতেন, একইভাবে আদর করতেন এবং একই ভাষায় মহান আল্লাহর নিকট উভয়ের জন্য দোয়া করতেন। গোলামের সন্তান ও নবীর দৌহিত্রের মাঝে কোন পার্থক্য করতেন না। নবী করীম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর উটের পিঠে বসা ছিলেন হযরত উসামা (রাঃ) কে এবং তিনি রসূল (সঃ) এর সাথে কাবাগৃহে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। নবী করিম (সঃ) শেষ মুহূর্তে রোম সাম্রাজ্যের বিরদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিরাট সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন হয়রত উসামা (রাঃ)। বড় বড় সাহাবা হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) হযরত উসামার নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার মূহুর্তে হুজুর (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুজুর (সাঃ) এর রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে খবর শুনে উসামা (রাঃ) যুদ্ধ যাত্রা বন্ধ করে রাসূল

(সাঃ) কে দেখতে আসলেন । যখন উসামা (রাঃ) হুজুর এর হুজরায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর জবান মুবারাক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) উসামা (রাঃ) কে দেখে বড় বড় সাহাবাগণকে ইশারায় হুজরা থেকে বের হয়ে যেতে বললেন এবং হাত তুলে উসামা (রাঃ) এর জন্য দোয়া করলেন এবং হাতখানা উসামার উপর রাখলেন।

হযরত আম্মার (রাঃ)

হযরত আম্মার (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়ার (রাঃ) পুত্র। হুজুর (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে বল্লেছেন আম্মার হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। তিনি যে দলে থাকবেন সে দলই হচ্ছে সত্যপন্থি। হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবীয়ার মধ্যে (রাঃ) যে যুদ্ধে হয়েছিল সে যুদ্ধে হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত আলীর দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যুদ্ধে করেছিলেন।

কাবা ঘরে রাসূল (সাঃ) এর সাথে গোলাম

ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে না তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রাঃ), হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এবং চাবি রক্ষক ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)। তাঁরা প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন (বুখারী)
এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহর নবী গোলাম শ্রেণীর লোকদেরকে কত মর্যাদা দিয়েছেন।

আসহাবে সুফফা

রাসূল (সাঃ) এর দরবারে একদল দরিদ্র লোক ছিলেন । যারা সব সময় অপেক্ষায় থাকতেন যে, মহান আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কি নির্দেশ আসে এবং কিভাবে তারা সবার আগে সে নির্দেশ পালন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম তাদের জন্য খাবার পাঠালে খেতেন অন্যথায় উপবাস কাটাতেন। নবী করীম (সাঃ) তাদের না দিয়ে কিছু খেতেন না।

একজন শ্রমিক

একজন শ্রমজীবি মানুষ নবী করিম (সাঃ) নিকট আসেন, আল্লাহর নবী তার হাত দেখে বললেন, তোমার হাত এত শক্ত ও কালো কেন। সে জবাব দিলেন হে আল্লাহর রসূল, আমি যে জমি চাষাবাদ করি তা পাথুরে জমি। হাতুরি দিয়ে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাত কালো ও শক্ত হয়ে গেছে। রাসূল (সাঃ) শ্রমিকের হাত খানা টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন।

অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ে আল্লাহর রাসূল

একজন অসহায় ইয়াতিম রাসূল (স.) নিকট এসে আবেদন করলেন যে, আবু জাহেলের নিকট আমি টাকা পাব কিন্তু সে আমাকে টাকা দিচ্ছেনা এবং কেহ তার থেকে টাকা আদায় করে দিতেও রাজী নয়। নবী করিম (স.) অসহায় ইয়াতিম ছেলেটির করুন আবেদন শ্রবণ করে তাকে নিয়েই আবু জাহেলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি আবু জাহেলকে বললেন, চাচা এই ইয়াতিম ছেলেটি কি আপনার নিকট টাকা পাবে? আবু জাহেল সাথে সাথে বলেছিল হ্যাঁ। হুজুর (স.) তাকে বললেন আমি ইয়াতিমের টাকা আদায় করার জন্য এসেছি। তার টাকা না দেয়া পর্যন্ত আমি ফিরে যাবনা। আবু জাহেল সাথে সাথে টাকা দিয়ে দিলেন, মক্কার সরদারেরা আবু জাহেলকে বলল, তুমি আমাদের সুপারিশ রক্ষা করনা অথচ তোমার দুশমন মুহাম্মদের কথায় তুমি ইয়াতিমের টাকা পরিশোধ করলে। তখন আবু জাহেল বলল, মুহাম্মদ (স.) এর কথায় আমার মধ্যে এমন প্রভাব ও ভয় সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারিনি।

আল্লাহর রাসূল অসহায় মানুষের অধিকার আদায় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতেন।

সবচেয়ে বড় ইবাদত

আল্লাহর রাসুল (স.) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ইবাদতের কথা বলব না, যা নামাজ, রোজা ও সদকার চেয়ে উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল অবশ্যই আমাদেরকে সে উত্তম ইবাদতের কথা বলুন। রাসূল (স.) তখন বললেন যে, দুটি বিবাদমান ব্যক্তি, গ্রুপ ও জাতির মধ্যে সমস্যার মিমাংসা করে দেয়া। আজকের মালিক ও শ্রমিকদের বিবাদ ও মতপার্থক্য সারা বিশ্বকে অশান্ত করে তুলছে। যারা এ বিবাদ মিমাংসার জন্য চেষ্টা করবে অবশ্যই তারা বড় ইবাদতের মধ্যে শামিল।

আখেরাতের বড় পুঁজি

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর কাছে এসে বললেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি টাকা পাবে। কিন্তু সে তার টাকার জন্য আমাকে খুবই উক্তত্ব করছে। তার কথাশুনে আবদুল্লাহ (রা.) বললেন। চল আমি তাকে অনুরোধ করে তোমার জন্য সময় নিয়ে দেই। একথা বলেই তিনি উক্ত ব্যক্তির সাথে চললেন। তখন আবদুল্লাহ (রা.) মসজিদে এতেকাফে ছিলেন। সে ব্যক্তি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আবদুল্লাহ আপনিত এ'তেকাফে আছেন, কিভাবে মসজিদ থেকে বের হবেন। তখন জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমি নিজ কানে শুনেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সমস্যার সমাধান করে দেয় তাহলে তার আমল নামায় দশ বছরের এ'তেকাফের সাওয়াব লিখা হয়ে যায়। আমিত দশটি এ'তেকাফের সাওয়াবের চেষ্টা করছি কেন একটি নিয়ে বসে থাকব।

আজকের বিশ্বে বিপ্লব

আজকের আধুনিক বিশ্বের যেখানে যতটুকু সুন্দর তার পিছনে শ্রমজীবি মানুষের হাতের ছোঁয়াচ রয়েছে ও খেটে খাওয়া মানুষের রয়েছে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম। আধুনিক সভ্যতা শ্রমজীবি মানুষ ধরে রেখেছে। তারা কাজ বন্ধ করে দিলে গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে । তাই বিশ্বের সকল দেশ ও জাতি শ্রমজীবি মানুষের শ্রমের প্রতি নির্ভরশীল। আজকের বিশ্বে যতগুলো

বিপ্লব হয়েছে সেসব বিপ্লবে শ্রমজীবি মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। কমিউনিষ্ট বিপ্লব যে সব দেশে হয়েছে তাদের মূল শক্তি ছিল শ্রমজীবি মানুষ। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পিছনে শ্রমজীবি মানুষের সমর্থন ছিল বলিষ্ঠ। তারা আমেরিকার জাহাজে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকার আগ্রাসন বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। আলজেরিয়ায় ইসমালী দল শতকরা ৮৫ ভাগ ভোট পেয়েও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি কারণ তাদের হাতে দেশের শ্রমজীবি মানুষের সংগঠন ছিলনা যদিও সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিলো। যদি শ্রমজীবি মানুষের ব্যাপক সমর্থন থাকত তাহলে সকল সেক্টরে শ্রমজীবি মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়ে দেশে হরতাল কর্মসুচীর ডাক দিয়ে দেশকে অচল করে দিয়ে যে কোন সরকারের পতন ঘটানো সহজ হতো। আধুনিক বিশ্বে যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লব, আন্দোলন ও পরিবর্তনের জন্য শ্রমজীবি মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা অপরিহার্য।

বিপ্লব ও আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব কেন?

১। শ্রমজীবি মানুষ একই মিল-কারখানা, অফিস ও প্রতিষ্ঠানে একই সময় ও পারস্পরিক সহযোগিতায় এক সাথে অনেকে কাজ করে । যাদের সংখ্যা হাজার ও লাখের কোটায় দাঁড়াতে পারে, তাই তারা নিজদের মধ্যে সব সময় একটি শক্তি অনুভব করে।

২। শ্রমিকদের স্বার্থ অভিন্ন তাই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে পারে।

৩। শ্রমজীবি মানুষ রাজনৈতিক সচেতন কারণ তাদের স্বার্থ সরকারের সাথে জড়িত, তাই দেশের সরকারের উত্থান পতনের আন্দোলনে তারা স্বক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

৪। মেহনতী মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে, অসল নয় ও বিলাসীতার প্রতি কোন মোহ নেই যা হচ্ছে একজন সৈনিকের জীবন । তাই তারা আন্দোলনকে ভয় পায় না।

৫। শ্রমিক অল্পে তুষ্টি লাভ করে, মোটা ভাত-কাপড় ও সামান্য বেতন-ভাতা পেলেই তারা খুশী হয়ে যায়। তাই আন্দোলন করতে বেশী চিন্তা ভাবনা করতে হয় না।

৬। মেহনতী মানুষ একা চলতে অভ্যস্ত নয়, কারো নেতৃত্বে দলবদ্ধ ভাবে চলতে অভ্যস্ত বা বিপ্লবের পূর্ব শর্ত।

৭। প্রত্যেক শ্রমিক কঠোর শৃংখলা ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত যা বিপ্লবের চাবিকাঠি।

৮। আন্দোলন শুরু হয় শহর থেকে আর শ্রমিক শহর ও শহরতলীতে বসবাস করে ফলে শহরে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সহজেই তাদের সহযেগিতা পাওয়া যায়।

৯। মেহনতী মানুষের কর্মতৎপরতাই পৃথিবীটাকে সচল রেখেছে। তারা কাজ বন্ধ করে দিলে মানুষের সমাজ সম্পূর্ণ অচল হতে বাধ্য। তাই সকলেই তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী আন্দোলনের সফলতার জন্য।

১০। শ্রমজীবি মানুষ আন্দোলন পছন্দ করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে জুলুম শোষন নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনই হচ্ছে একমাত্র পথ ও পন্থা।

১১। আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমজীবি মানুষের শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করে জাতিসংঘ শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আই এল ও (I.L.O) গঠন করেছে। অর্থাৎ আন্দোলন আন্তর্জাতিক ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন

১। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি যুদ্ধে শ্রমজীবি মানুষ মিলকারখানা, অফিস দোকানপাট, পরিবহন, বিদ্যুৎ, টি এন্ড টি প্রভৃতি সেক্টরে কাজ বন্ধ করে দিয়ে দেশকে অচল করে দিয়েছে এবং মুক্তি যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

২। বাংলাদেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী,তাই বুদ্ধি ভিত্তিক আন্দোলনের গুরুত্ব সাধারণ লোকদের কাছে খুবই কম, এদেশের মানুষ আন্দোলন বলতে বুঝে মারামারি করে বিজয় লাভ করা,মিল কারখানা,

দোকানপাট, অফিস আদালত বন্ধ করা, বাস-ট্রাক, ট্রেন, রিক্সা-ভ্যান বন্ধ না করলে হরতাল হয়না, আর হরতাল না হলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়া যায় না এবং সরকার উৎখাত করা যায় না। এসব কিছুই নির্ভর করছে শ্রমিক আন্দোলনের উপর।

৩। বাংলাদেশের বড় বড় সকল রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন আছে এবং সকল রাজনৈতিক দলই দাবী করছে আমরা রাজপথে আছি। অথচ রাজপথের সৈনিক হচ্ছে দোকান কর্মচারী, হোটেল শ্রমিক, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, বাস-ট্রাক ড্রাইভার। যে দলের শ্রমিক সংগঠন যত মজবুত তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও তত তীব্র।

৪। এদেশে যে কোন সরকার ক্ষমতায় এসেই বামপন্থী সংগঠন গুলোর সাথে বৈঠক করে তাদের সাথে একটি সমঝোতায় এসে দেশ পরিচালনা করেন। কারণ জনগণের মধ্যে বামপন্থীদের কোন সাংগঠনিক প্রভাব না থাকলেও এবং ভোটের বেলায় জিরো হলেও শ্রমিক ময়দানে তাদের মজবুত সংগঠন থাকায় যে কোন সরকার তাদেরকে কাউন্ট করতে বাধ্য।

গণতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলন

আজকের বিশ্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সকলের নিকট স্বীকৃত। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সমান। সকল মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করার অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের সরকার পরিবর্তন হয়, জনগণের মতামত প্রয়োগ করা হয় ভোটের মাধ্যমে। অধিকাংশ জনগণ যাকে বা যাদেরকে ভোট প্রদান করবে তারাই বিজয় লাভ করে দেশ শাসন করে। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে গরীব-ধনী, মালিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একজন প্রধানমন্ত্রীর বা রাষ্ট্র প্রধানের ভোটের যে মূল্য, একজন বস্তীবাসীর ভোটেরও সে মূল্য। একজন মালিকের ভোটের যে মূল্য, একজন শ্রমিকের ভোর্টেরও সে মূল্য। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা বস্তীবাসি, গরীব, শ্রমজীবি মানুষকে অবহেলা করতে পারে না কারণ এদের সংখ্যাই সমাজে বেশী। গ্রামে গরীব লোকদের সংখ্যা বেশী এবং শহরে শ্রমিকদের সংখ্যা বেশী। এদের সমর্থন ব্যতীত

কেহই সরকার গঠন করতে পারে না। এ সত্যই ইসলামী আন্দোলনের জন্যও সমান ভাবে প্রযোজ্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের বিধান কায়েম করতে হলে গরীব, বস্তীবাসি ও শ্রমজীবি মানুষকে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে। যারা মানব রচিত মতবাদ নিয়ে রাজনীতি করে, তারা গরীব ও মেহনতী মানুষকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু গরীব মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই। ক্ষমতা যাওয়ার পর গরীবদেরকে উচ্ছিষ্ট মনে করে। ইসলামী আন্দোলন শ্রমজীবি মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য কাজ করবে দ্বীনি ভাই হিসাবে। যেমন নবী করীম (সাঃ) আল কুরআনের বিধান কায়েম করার জন্য আল্লাহর সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন গোলাম যায়েদ (রাঃ), উম্মে আয়মান, উসামা (রাঃ), বিলাল (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), সালেম (রা), আম্মার (রাঃ) প্রমুখকে। যেমনিভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গরীব, ধনী, শ্রমিক-মালিক, রাজা-প্রজাকে অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একই কাতারে দাঁড় করিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম ধনী-গরীব ও শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সকল ভেদাভেদ মুছে দিয়েছে। তাই ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে গরীব ও মেহনতী মানুষকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। তাদের ঘরে ঘরে আল-কুরআনের আলো পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই তাদের সমর্থন ও ভোটে আল-কুরআনের বিধান সমাজে সহজেই কায়েম হতে পারে।

কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশের কৃষকরা সরকার উৎখাতের আন্দোলনে উৎসাহী নয়, কারণ তাদের কৃষির জন্য যা প্রয়োজন যেমন জোয়ার ভাটা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও ক্ষেতে ফসল উৎপাদন কোনটাই দেশের সরকারের সাথে জড়িত নয় সব কিছুই আল্লাহ প্রদত্ত। অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষ রাজনৈতিক অধিকার সচেতন, কারণ শ্রমজীবি মানুষের অধিকার, মজুরী, কর্মঘন্টা, পেনশন, চাকুরী উন্নতি, চাকুরী থাকা না থাকা সব কিছুই নির্ভর করছে সরকারী

পলিসির ওপরে। কৃষকরা বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামে বসবাস করে। আর শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ও শহরে বসবাস করে। তাই আন্দোলনের কর্মী কৃষকরা হতে চায় না, শ্রমজীবি মানুষ হতে চায়।

শ্রমিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন

ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে পড়া শুনা করে, তারা ঐক্যবদ্ধ, আন্দোলনের জন্য তারা জনশক্তি- সরবরাহ করতে পারে এটা তাদের মূলকাজ। স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিয়ে জনগণের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা, যেমন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছয়মাস বন্ধ করে রাখার পরেও জনগণের ওপর সরাসরি কোন প্রভাব পড়েনা কিন্তু শ্রমজীবি মানুষ দেশের বাস্তব কাজের সাথে জড়িত, তাদের হাতেই উন্নয়নের চাবী কাঠি, শ্রমিকরা যদি বাস ট্রাক, ট্রেন, লঞ্চ, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, দোকান-পাট, মিল-কারখানা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসা একদিনের জন্যও যদি বন্ধ রাখে তাহলে গোটা দেশ অচল হয়ে যায়, জনগণের ওপর আঘাত পড়ে এবং সরকার উৎখাত হয়ে যায়। তাই শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শ্রমিকদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব

১। ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদেরকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেডইউনিয়ন তৎপরতা ও ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের কাজকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এদেশে সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের শ্রমিক সংগঠনকে মজবুত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মী ও জনশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।

৩। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক, কর্মী ও দায়িত্বশীলদের পাশে শ্রমজীবি মানুষ বসবাস করছে, তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তাই প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের কর্মী শ্রমজীবি মানুষকে টার্গেট

নিয়ে তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টার মাধ্যমে আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তাদেরকে হীন মনে করা যাবেনা, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে আন্ত-রিকতার সাথে। যদি আমরা তাদেরকে হীন মনে করি, যেমন আজকের সমাজে করছে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন এবং তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করবে। তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতে হবে ও গড়ে তুলতে হবে, তাহলে দেশের সকল জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন গড়ে উঠবে এবং তারা হবে ইসলামী আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সৈনিক।

৪। যেসব ছাত্র ইসলামী আন্দোলন করছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর তাদের নেতৃত্ব শ্রমিক ময়দানে বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন। তাই ইসলামী আন্দোলনের খাতিরে শ্রমিক কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন সেক্টরে চাকুরি নিতে হবে তাদের নেতৃত্বে শ্রমজীবি মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য গড়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সুসংগঠিত করতে হবে, তাহলে সহজে শ্রমিক ময়দান দখল করা যাবে। যেমন পরিকল্পিত ভাবে ৫০০ ছাত্র পরিবহনে ড্রাইভার ও কান্ট্রাকটর হিসেবে কাজ করতে রাজি হলে পাঁচ বছরে গোটা দেশের পরিবহণ ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

৫। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেখানেই সফর করবেন শ্রমিকদের কাজের অগ্রগিত তদারকি করবেন এবং এ ময়দানে কাজ জোরদার করার জন্যে কর্মী ও স্থায়ীয় নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করবেন।

৬। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে শ্রম সম্পাদক রাখা হয়েছে। তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে শ্রমিক ময়দানে কাজ করাতে হবে এবং অফিস মিল কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে শ্রমিক ময়দানে কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৭। সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রমিকদের কাজের গুরুত্ব বুঝার ব্যবস্থা করতে হবে, এ ব্যাপারে সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে কাজের পদ্ধতি ও গুরুত্বের উপর বিষয় রাখতে হবে।

৮। যতদিন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত না করা যাবে এবং দলে দলে যোগদান না করবে ততদিন পর্যন্ত

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা অনিশ্চিত থেকে যাবে তাই আসুন সবাই মিলে এ ময়দানের কাজকে এগিয়ে নেই।

কিভাবে শ্রমিক সংগঠন গড়তে হবে

কোন নুতন শ্রমিক এলাকায় ইউনিয়ন গঠন করতে চাইলে প্রথমে সে এলাকায় শ্রমজীবি মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও কুরআন হাদীস অধ্যয়নের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। টার্গেট ভিত্তিক কর্মী তৈয়ার করার কাজ করতে হবে। তাদেরকে নিয়ে বৈঠক করতে হবে। ওদের মধ্য থেকে কাউকে নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের থেকে বায়তুলমাল আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। এমনিভাবে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে যখন আদর্শিক মানের কর্মী ও সদস্য তৈয়ার হবে তখন তাদেরকে দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করার পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতে হবে। এছাড়া আন্দোলনের গঠিত লোক যারা শ্রমিক ময়দানের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তাদের মাধ্যমেও ইউনিয়ন গঠন করা যায়। কারণ শ্রমিক ময়দানের আদর্শিক ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক পাওয়া কঠিন।

ইউনিয়ন গঠন করতে হলে আদর্শিক মানের লোকদের নেতৃত্বে সমর্থক ও সাধারণ শ্রমিকদের দ্বারা 'ডি' ফরম পুরণ করাতে হবে। প্রতিষ্ঠানে বা পেশায় যত শ্রমিক আছে তাদের মধ্য থেকে শতকারা ৩০ ভাগ ফরম পূরণ করতে পারলে একটি ইউনিয়নের জন্য আবেদন করা যাবে। অর্থাৎ আপনার ইউনিয়নের সমর্থক শতকরা ৩০অবশ্যই থাকতে হবে।

নিম্নে সরকারের নিকট থেকে ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হল:

রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র ঃ

যে কোন ট্রেড ইউনিয়ন উহার সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করিয়া এই অধ্যাদেশ অনুসারে রেজিষ্ট্রশনের আবেদন করিতে পারে।

আবেদনের জন্য কি কি প্রয়োজন ঃ

ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকল আবেদন পত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত জিনিসগুলি থাকিতে হইবে ঃ

(ক) একটি বিবৃতি যাহাতে

(১) সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের নাম এবং উহার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের ঠিকানা;

(২) ইউনিয়ন গঠনের তারিখ;

(৩) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, বয়স, ঠিকানাও পেশা;

(৪) চাঁদা পরিশোধকৃত সদস্যদের মোট সংখ্যা;

(৫) ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ফেডারেশনের বেলায় সদস্য ইউনিয়ন সমূহের নাম, ঠিকানাও রেজিস্ট্রেশন নম্বর :

(খ) ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র তিন কপি, তৎসহ সদস্যগণ কর্তৃক গঠনতন্ত্র পাশ করার সময় গৃহীত প্রস্তাব (সভার সভাপতির স্বাক্ষর সম্বলিত) তিন কপি,

(গ) ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার জন্য সভাপতি ও সম্পাদককে দায়িত্ব প্রদান করিয়া ইউনিয়নের সদস্যগণ যে প্রস্তাব পাস করিয়াছে তাহার একটি কপি এবং

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ফেডারেশনের ক্ষেত্রে সদস্য-ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক উক্ত ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহীত প্রস্তাব সমূহের প্রত্যেকটির একটি করিয়া কপি।

গঠনতন্ত্র তৈয়ার করার জন্য কি কি প্রয়োজন ঃ

(১) গঠনতন্ত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের বিধান না থাকিলে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন এই অধ্যাদেশ অনুসারে রেজিস্ট্রেশন পাইবার যোগ্য হইবে না ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের নাম ও ঠিকানা;

(খ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য'

(গ) ট্রেড ইউনিয়নে কোন শ্রমিকের সদস্য হওয়ার পদ্ধতি সে অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয় মর্মে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণা দিতে হইবে;

(ঘ) ইউনিয়নের সাধারণ তহবিল কি কি উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে সদস্যগণকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে তাহার শর্তসমূহ কি কি কারণে সদস্যের উপর জরিমানা আরোপ ও সদস্যপদ বাতিল হইবে তাহার উল্লেখ;

(চ) ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের একটি তালিকা সংরক্ষণ এবং ইউনিয়নের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সদস্যগণ যাহাতে ইহা পরিদর্শন করিতে পারে তাহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা;

(ছ) গঠতন্ত্র সংশোধন, রদবদল বা বাতিল করার পদ্ধতি,

(জ) ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের নিরাপদ সংরক্ষনের ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের অডিট, অডিট করার পদ্ধতি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সদস্যগণ কর্তৃক হিসাবের খাতা পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা,

(ঝ) ট্রেড ইউনিয়ন বিলুপ্ত করার পদ্ধতি,

(ঞ) ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সভায় কর্মকর্তাদের নির্বাচনের পদ্ধতি এবং নির্বাচিত বা পুনঃনির্বাচিত হইলে কোন কর্মকর্তা অনধিক দুই বৎসরের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন,

(ট) ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির এবং সাধারণ সভার বৈঠক অনুষ্ঠানের নিয়ম কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক প্রতি তিন মাসে অন্তর একবার এবং সাধারণ সভার অধিবেশন প্রতি এক বছরে অন্তত একবার হইতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিক সদস্যভুক্ত না হইলে সেই ইউনিয়ন এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজিস্ট্রেশন পাইবে না ।

ফরম-৫৭ (ডি ফরম)
ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদের জন্য আবেদন
[ধারা ১৭৯ (১) (গ) বিধি ১৪৬ (৩)]

বরাবর

তারিখ ....

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক

আমি ------------------------ নামের ইউনিয়নের সদস্য পদের জন্য আবেদন করিতেছি। আমি ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র পড়িয়াছি/ আমার নিকট পড়িয়া শুনানো হইয়াছে। আমি উহা বুঝিয়াছি এবং আমি গঠনতন্ত্রের ধারাসমূহ মানিয়া চলিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি।

নিম্নে আমার বিবরণ প্রদান করিলাম:

১. নাম ঃ --

২. পিতা ঃ ---

৩. মাতা ঃ --

৪. স্বামী/ স্ত্রী ঃ --

৫. বয়স ঃ --

৬. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ --

৭. বিভাগ এবং টিকেট নং (যদি থাকে) ঃ --

৮. চাকুরীর ধরন ঃ --

৯. বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ --

১০. বর্তমান ঠিকানা ঃ --

গ্রাম/ মহল্লা ------------- পোঃ-------------- থানাঃ ------------ জেলাঃ------------------

১১. স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গ্রাম ------------------- পোঃ --------------- থানা --------------- জেলা ---------------

____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/ টি পসহি

তারিখ ....

অঙ্গীকার নামা

আমি .... এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,আমি অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নহি

____

আবেদনকারীর স্বাক্ষার / টিপসহি

লেখকের অন্যান্য বই

০১. দারসুল কুরআন
০২. নবীদের রাজনীতি
০৩. ইসলামী শ্রমনীতি
০৪. মৃত্যুর দুয়ারে সাহাবায়ে কিরাম
০৫. রাসূলুল্লাহর (সা.) যিক্‌র ও দোয়া
০৬. দারসে হাদীস- মাওঃ মওদূদী (রহ.)
০৭. ইসলামী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা
০৮. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নেতা নির্বাচন
০৯. কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন
১০. হাদীসের আলোকে মালিক শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব
১১. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি
১২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাযহাব। (প্রকাশিতব্য)